প্র বা স
জী ব ন

কা ও য়া সা কি

জীবন যেখানে যেমন

আমরাও গড়তে পারতাম ঝলমলে সাংহাই নগরী অথবা পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার। কিন্তু পারিনি। কারণ আমরা চোর, আমরা হরতাল সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী...

লিখেছেন জাপান থেকে **এম এ সুবহান**

একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, জাপানিরা 'বাংলাদেশ' শব্দটাকে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। তার কারণ হলো জাপানি ভাষায় 'ল' অক্ষরটি নেই। তাই বাংলাদেশ তাদের ভাষায়– বাংগুরাদেশ; এ অস্বস্তিকর উপদ্রব আমাদেরও গাসহা হয়ে গেছে। বাংলা আর বাঙালিকে এদেশে সমাদৃত করে গেছেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু অতীশ দীপংকর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। মার্কিন প্রচার মাধ্যমের আধিপত্যতা হেতু আমাদের মুক্তি সংগ্রামের আসল চিত্র যথাসময়ে এদেশে এসে পৌঁছেনি। জর্জ হ্যারিসনের সেই বিখ্যাত কনসার্টের ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের এপারে এসেও আঘাত করে। এই প্রথম জাপানিরা জানতে পারে– বাঙালিরা গর্জে উঠেছে, তারা স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জীবন বলি দিচ্ছে!

স্বাধীনতার পর পরই বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বাংলাদেশী এদেশে এসে বসবাস শুরু করেন। যাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে এখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। এদেশে কর্মক্ষেত্রের অপার সম্ভাবনার দ্বার সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করে গেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন ভূমি প্রশাসন মন্ত্রী মরহুম এম এ হক। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং আর্থিক অনুদানে পর্যায়ক্রমে আড়াইশ' বাংলাদেশী প্রশিক্ষণ ভিসা নিয়ে এদেশে আসে। এদের সিংহভাগই নানা প্রক্রিয়ায় এখানে শেকড় গেড়েছেন। আজকের জাপানে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী কমিউনিটি ওদেরই উত্তরাধিকার এবং ধারাবাহিকতার ফসল।

বিমানে জাপানী উদ্যোক্তাদের মাঝে লেখক

জাপানে কর্মরত ৮০ শতাংশ বাংলাদেশীই One Way Immigrant অর্থাৎ তথাকথিত অবৈধ শ্রমিক। আইনের খড়্গ সদগ উদ্যত। তথাপি বাংলাদেশীরা অপার নিষ্ঠা বলে এদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাদের স্থায়ী আসন গড়ে নিতে পেরেছেন। এখানে প্রায় ৪৩টি দেশের নাগরিকরা কর্মরত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত এক জরিপে জানা গেছে, বাংলাদেশীরা দ্রুততা, নিষ্ঠা আর নৈপুণ্যতায় শীর্ষে অবস্থান করছে। জাপানের পুলিশ রেকর্ড থেকে জানা যায়, এদেশে বাংলাদেশীরা অপরাধ প্রবণতার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন অবস্থানে। যে দেশের মায়েরা সন্তানদেরকে উপার্জনে পাঠিয়ে পথ চেয়ে বসে থাকেন, উপরোক্ত তথ্যে তারা গর্বিত ও উল্লসিত হতে পারেন।

বাংলাদেশীরা এদেশে সুনামের সঙ্গে যে সাফল্যের ইমেজ গড়ে তুলেছিল, জাতিটা তার অংশীদার হতে পারেনি। আজ জাপানি বিনিয়োগের ফসল—ঝলমলে সাংহাই নগরী, কুয়ালালামপুরের পেট্রোনাস টাওয়ার। এ বিপুল বিনিয়োগ একদা বাংলাদেশে যাওয়ার কথা ছিল। জিয়া বিমানবন্দরের রেকর্ড বুক খুঁজলে পাওয়া যাবে, কত উদ্যোক্তা জাপান থেকে ঢাকা গিয়েছিল! হরতালের নৈরাজ্যে তাদের অনেককেই পায়ে হেঁটে বিমানবন্দর থেকে সোনারগাঁও হোটেলে পৌঁছুতে হয়েছিল। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো নেপাল-ভারতের মতো দেশেও কর্মের অন্বেষণে ছুটতে হবে।

নে দা র ল্যা ন্ড

এ ঘুম কবে ভাঙবে

লালফিতার বেড়াজালে আটকে থেকে কতো সম্ভাবনাময় ইচ্ছার অপমৃত্যু হচ্ছে কে তার খবর রাখে?

প্রায় আড়াই বছর আগে নিজের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের এক জেলা শহরে ভাগ্যবিড়ম্বিত মহিলা ও মেয়েদের জন্য স্থানীয় কয়েকজন মহিলার সহযোগিতায় একটা প্রজেক্ট শুরু করেছিলাম। উদ্দেশ্য ওদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা। ২ জন সেলাই শিক্ষিকা ও ১ একজন শিক্ষিকা নিয়োজিত করা হয়েছিল। তাদের দীর্ঘ ২ বছর বেতন দেয়ারও ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছিলাম। তাতে করে প্রায় ৫০/৬০ জন মহিলা ও মেয়ে কাপড় কাটা ও সেলাই শিখেছিলো এবং প্রায় ২৫/৩০ জন মহিলা কাপড় সেলাইয়ের অর্ডার পেয়ে নিয়মিত অর্থ উপার্জন করে নিজেদের সংসারের খরচ চালাতো। আমি অনেক চেষ্টা করে এখানে ডোনেটর পেয়েছি, প্রজেক্টের জন্য যাতে কিছু সেলাই মেশিন কেনা যায় ও নিয়মিত শিক্ষিকাদের বেতনসহ অন্যান্য খরচ চালানো যায়। এর মধ্যে সরকার দেশে নতুন আইন পাস করিয়েছেন, যেসব এনজিওকে এনজিও ব্যুরো থেকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। এই রেজিস্ট্রেশন না থাকলে বিদেশের কোনো ডোনেশন কোনো প্রজেক্ট পাবে না। এ অবস্থায় এসব ছোট ছোট প্রজেক্টগুলোকে লালফিতার বেড়াজালে বেঁধে বাংলাদেশের হাজার হাজার অসহায় প্রাণগুলোকে কি আরও অন্ধকার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে না?

এদেশের একটা টেলিফোন, একটা ফ্যাক্স, একটা ই-মেইল পাঠালেই প্রায় সব ধরনের অফিসিয়াল কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। অথচ বাংলাদেশে আজ সাত মাস হলো আমাদের প্রজেক্টের ফাইলটি আটকে আছে। কি অভাগা আমরা! এ জন্যই আমাদের এই দুর্গতি। এই তো সেদিন দেখলাম, এ দেশের টিভিতে বাংলাদেশের ওপর প্রায় এক ঘণ্টার একটা ডকুমেন্টারি 'টেরেস দ্য হোমের' সৌজন্যে। বাচ্চা বাচ্চা তের-চৌদ্দ বছরের মেয়েরা দেহ বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে দারিদ্র্যের তাড়নায়। লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। বিদেশের মাটিতে বসে দেশের ওপর এমন একটা প্রোগ্রাম দেখে তাদের কষ্ট একমাত্র প্রবাসীরাই অনুভব করতে পারে।

লাইজু মান নাহার
নেদারল্যান্ড

অ স্ট্রে লি য়া

ঋজুর কীর্তিকান্ড!

হঠাৎ করেই ঋজু নেই। আমার সারা অস্তিত্ব যেন অবশ হয়ে আসে

ঋজুর এখনও পুরো দু'বছর হয়নি, সামনের মে'তে দুই হবে। ইতিমধ্যেই ওর কার্যকলাপে আমরা শুধু ব্যস্ত নই বলা যায় ব্যতিব্যস্ত। সেদিন পোস্টম্যান চিঠি ড্রপ করেছে লেটার বক্সে, ঋজুকে দেখি কম্পিউটার টেবিলের ওপর উঠে জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করছে, ভাবলাম এই ফাঁকে চিঠিগুলো নিয়ে আসি, ও বাইরে গেলে ওকে ঘরে নিয়ে আসা আমার জন্য মুশকিল হয়ে পড়ে। দেখি রকেট গতিতে সে টেবিল থেকে নেমে সোজা বাইরে। তারপর দৌড়ালো রাস্তায়। আবার পেছনে ফিরে ফিরে মাকে দেখা। আমাদের এলাকাটা হচ্ছে Cul-de-suc যাকে বলে কানাগলি, যার দরুন শুধু রেসিডেন্টদের গাড়িই ঢুকে। দুপুর বেলাটা নিস্তব্ধ থাকে, তারপরও সাবধানে থাকতে হয় কারণ হঠাৎ করে গাড়ি চলে আসে। পেটুনিয়ার সঙ্গে গার্ডেনিয়াটি হয়ে মিলেছে। ওটাও কানাগলি, ওতো দৌড়ে গার্ডেনিয়ায় চলে গেল, আমিও পেছন পেছন ছিলাম, বলছিলাম ঋজু বাসায় চলো, ওকি শুনে নাকি? দৌড়াচ্ছে শুধু। এক সময় দেখি প্রতিবেশীর মেয়ে হেফা বাইক চালিয়ে চলে যাচ্ছে আর ধু ধু রাস্তা, ঋজু নেই। ঋজু, ঋজু, ডাকছি আর আতঙ্কে আমার গলা চিরে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। একজন অসি মহিলাকে দেখি ওর জানালায় দাঁড়িয়ে আছে, জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি আমার ছেলেকে দেখেছো। এক মিনিট আগেও এখানে ছিলো, বলে না তো? ওর হাজবেন্ডও বের হলো, দু'জনের চোখেই কালো ছায়া– ঋজু, ঋজু ডাকছি কিন্তু কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ দেখি এক বাসার ঝোপের ভেতরে সে গভীর মনোযোগে খেলছে– হাতে একটা ছুরি। ছুরিটা ভোঁতা ছিলো কিন্তু সেটা ছুরি তো। এক টানে ছুরিটা ফেলে ওকে কোলে নিয়ে বাসায় ছুটলাম। রাত্রিকে নিলাম প্রতিবেশীর কাছ থেকে। ফিরে দরজা বন্ধ করলাম আর প্রতিজ্ঞা করলাম নো মোর স্বাধীনতা, ঋজু, তোমাকে।

Nusrat Rahman
11Petunia Pl, Macquarie Fields, NSW 2564, Australia

চেরী উৎসবে এসেছে একদল বাঙালি

টো কি ও

চেরি উৎসব

জাপানের জাতীয় ফুল সাকুরা। সাকুরার ইংরেজি নাম চেরি। মার্চ মাসের শেষের দিকে জাপানে বসন্ত ঋতু। এই সময় হানামি মাৎসুরি তথা চেরি ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। সাকুরা মূলত উষ্ণ জলবায়ুর ফুল। জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল তথা কানসাই এলাকার আবহাওয়া প্রথম উতপ্ত হয়। আর এই উতপ্ত পরশ পেলেই সাকুরা আঁখি মেলে কানসাই, ওসাকা, কিউশু, ওকিনাওয়া, কাগোশিমা হয়ে টোকিওর দিকে ঘোমটা ফেলে শীতপ্রধান অঞ্চল হোক্কাইডো নিগাতা প্রভৃতি জায়গায় ফোটে। মে মাসের শেষ ভাগ থেকে জুন মাসের প্রথম পর্যন্ত কোনো কোনো স্থানে সাকুরা চোখে পড়ে। সাকুরা ক্ষণজন্মা ফুল। প্রস্ফুটিত হওয়ার ৩/৪ সপ্তাহের মধ্যেই ঝরে যায়। সাকুরার সৌন্দর্য নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর। কেননা ফুটছে তো ঝরে যাচ্ছে সাকুরা। অনেকটা বাংলাদেশের শিউলি ফুলের সঙ্গে তুলনা হতে পারে। জাপানিরা বড্ড বেশি ভালোবাসে এই ফুল। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি লেখা হচ্ছে তাকে নিয়ে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, সৌন্দর্য চর্চা, কেশ বিন্যাস, খাদ্য ব্যঞ্জন, ফ্যাশন, রীতিনীতি ধ্যান-ধারণা সর্বোপরি জাপানিদের দেহ-মনের সঙ্গে মিশে যাওয়া এক সংস্কৃতির নাম সাকুরা। সারা জাপানেই সাকুরা ফোটে তবে ৫০টি স্থানের সাকুরা বা চেরি দেখার জন্য বিখ্যাত-এর মধ্যে ভুবন ভোলানো হচ্ছে আরশি পাহাড় ও ইনোশিনো পাহাড়। চেরি ফুল বা সাকুরা মূলত আন্তর্জাতিক ফুল। তবে জাপানে প্রচুর পরিমাণে ফোটে এবং সমাদৃত হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায়। জাপানিদের কাছে এক অতুলনীয় ভালোবাসার নাম সাকুরা।

শাতেরা তাবাস্সুম, Shimane Ken, Izumo shi, Koshicho-1162-3, Kenei Apt, Apt no-1-114, Japan

পা ।ডো ।ভা

উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা

অবৈধভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইটালিতে না আসাই ভালো। বরং স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আসুন। চমৎকার পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে

আমরা যারা কলামিস্ট, লেখক, কবি, সাহিত্যিক কিছুই নই অথচ জীবন এবং জীবিকার তাগিদে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থান করি তাদের হৃদয়ের অনুভূতি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করার সুযোগ পাই সাপ্তাহিক ২০০০-এ। নিরপেক্ষতা এবং পাঠকদের প্রতি কমিটমেন্টে অনড় বলেই প্রবাসে সবচেয়ে বেশি পাঠকপ্রিয় 'সাপ্তাহিক ২০০০'। কারণ প্রবাসীরা তো বাংলাদেশের নষ্ট রাজনীতির সুবিধাভোগী বা প্রত্যাশী নয়।

সাপ্তাহিক ২০০০-এ আমার একটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে অনেক চিঠি পেয়েছি। চিঠি পড়ে মনে হয়েছে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাসের প্রকটতায় সবাই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচলিত। তাই অনেকেই এখানে আসতে চায় কাজ অথবা পড়াশুনা করে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে।

যারা কাজের উদ্দেশ্যে আসতে চায় তাদের আমি নিরুৎসাহিত করছি এ কারণে যে, কাজের নিমিত্তে বৈধভাবে ইটালিতে আসার পদ্ধতি খুবই কঠিন। আর অবৈধভাবে আসাটা তো জীবনের ঝুঁকি। যদিও বা কষ্ট করে জেল খেটে ইটালিতে আসা সম্ভবও হয়, কাজ পাওয়া অনেকটা অসম্ভব। তাই কাজের উদ্দেশ্যে নয়, পড়াশুনা করতে এসে পড়াশুনা শেষ করার পর ভালো কাজ নিয়ে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের চমৎকার সুযোগ রয়েছে।

ইটালিতে Under Graduate কোর্সে পড়াশুনা করতে হলে প্রথমেই ইটালিয়ান ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হয়। কারণ এখানে শিক্ষা পদ্ধতি ইটালিয়ান ভাষা নির্ভর। তাই কোনো বাংলাদেশী ছাত্রকে প্রথমেই ইটালিস্থ পেরজিয়া নামক স্থানে ভাষা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে হবে। ভাষা কোর্স সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করার পর চিকিৎসা প্রকৌশলসহ যেকোনো বিষয়ে Diploma অথবা Graduation করা সম্ভব। তবে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, ইটালিয়ান ভাষা তেমন কঠিন নয়। ল্যাটিন এবং গ্রিক ভাষা থেকে ইটালিয়ান ভাষার উৎপত্তি।

আমার মতে, একটু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই ইটালিয়ান ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

কারণ ইংরেজি শব্দের সঙ্গে ইটালিয়ান শব্দের বহুলাংশে মিল রয়েছে। ইটালিতে পড়াশুনা অনেকটা ব্যয়বহুল। তাই প্রথমে দুই-তিন মাস বাড়ি থেকে টাকা নিয়েই দৈনন্দিন খরচ চালাতে হবে। দুই-তিন মাস পর সামান্য ভাষাজ্ঞান থাকলেই ছাত্র-ছাত্রীদের খন্ডকালীন কাজ করার সুযোগ রয়েছে, যা দিয়ে সহজেই খরচ মেটানো সম্ভব।

ভাষা কোর্সে কোনো বৃত্তির ব্যবস্থা নেই। ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদান দিয়ে থাকে। তবে নিজ যোগ্যতা বলেই এসব অর্জন করতে হবে। তাছাড়া Department-এর শিক্ষকগণ অনুদানের ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে থাকেন। অতএব, ইটালিতে পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি এবং এইচএসসি পাস ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশস্থ ইটালিয়ান দূতাবাসে যোগাযোগ করে প্রসপেকটাস সংগ্রহ করে যথাযথ পদ্ধতিতে আবেদন করতে পারেন।

Kader Siddiqui Apu, Via-C, Cremonino-21/1, 35124
Padova Italy, E.mail-bruno.dinatale@infinito.It

কু ।য়ে ।ত

জীবনধারা

যেখানে বাঙালি সেখানেই দলাদলি কোন্দল এমনকি অন্য গ্রহে বাস করলেও কোন্দল যাবে না

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান অংশীদার প্রবাসীরা। আর প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশের জনশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পেট্রোডলারের ছোট্ট এই দেশটিতে আছে। কুয়েতে বসবাসরত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই চাকরি করেন ২০-২৫ দিনার বেতনে বিভিন্ন ক্লিনিং কোম্পানিতে। উচ্চ শিক্ষিত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ওপরের স্তরে যারা কর্মরত ছিলেন বিগত পাঁচ/ছয় বছরে তাদের বেশিরভাগই উন্নত বিশ্বের নাগরিকত্ব নিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন। ওখানে বাংলাদেশের নাগরিকরা কঠিন পরিশ্রম করে দেশে আপনজনদের কাছে অর্থ পাঠান।

এদের খুব সামান্য একটা অংশ বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত, যাদের কারণে গোটা বাঙালি সমাজ আজ অপবাদ আর অপমানের শিকার। কুয়েতে বিভিন্ন দেশ যেমন ফিলিপিনো, শ্রীলংকান, বাংলাদেশী, ভারতীয়, ইন্দোনেশিয়ান, মিসরীয়সহ আরও অনেক দেশের মেয়েরাই দেহব্যবসার মতো ঘৃণ্য কাজে জড়িত। কিন্তু এদের প্রায় সবার একমাত্র দালাল বাংলাদেশী কিছু ছেলে। যার ফলে এখন একনামে বাংলাদেশী কমিউনিটি এই বদনামের অংশীদার। বিভিন্ন সময় পুলিশ রেইড দিয়ে এদের ধরে নিলেও কুয়েতি বিভিন্ন ওয়াস্তার জোরে এরা ঠিকই বের হয়ে যায়। বিনিময়ে সফর হয়ে যায় বিভিন্ন নিরপরাধ সাধারণ মানুষের।

কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের অবস্থাও তথৈবচ। এখানে পাসপোর্ট নবায়ন, নতুন পাসপোর্ট বানানো কিংবা অন্য যে কোনো কাজে গেলে দেখা যায় দালাল। এরা দূতাবাসের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এখানে আছে। কোনো ফরম পূরণ করার জন্য স্টাফদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা সরাসরি দালালদের দেখিয়ে দেয়। এসব সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও বাংলাদেশীরা জড়িত। শিল্প, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন সংগঠন থাকলেও এদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই; আছে রাজনৈতিক লেজুড়ভিত্তি ও রেষারেষি।

এম. মাহমুদুল হোসেন হেলাল
দোহা পাওয়ার স্টেশন (পঃ)
পোঃ বক্স নং-৫৯০০৯
৯৩১৫১ দোহা, কুয়েত